ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। এই মায়ানিবৃত্তি-প্রার্থনার ভিতরে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্রীভগবদগীতাবচনানুসারে লয়-বিক্ষেপাদিশূন্য পরাভক্তির সহায়কারীত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। আবার তেমনি কোনও কোনও ভক্ত নিষ্কাম হইয়াও শ্রীভগবানের পার্ষদস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইসকল পার্ষদবৃন্দবিশেষের মত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এইস্থলে পার্ষদবৃন্দের পর বিশেষ পদটি উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে—সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য ও সার্ষ্টি এই চারিপ্রকার মুক্তিই ভক্তের প্রাপ্য, জ্ঞানী বা যোগী এই চারিটি মুক্তির মধ্যে একটিও পাইতে পারে না। আবার সেই চারিটি মুক্তি সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা ভেদে দুই প্রকার। যে মুক্তিতে সুখ ও ঐশ্বর্য্য উপভোগেই লালসা থাকে, তাহাকেই সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তি বলে। আর যে মুক্তিতে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিবার তাৎপর্য্য থাকে, তাহাকে প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি বলে। সেই প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম ভক্তের লালসা জন্মিয়া থাকে। সেই নিষ্কাম ভক্তগণ প্রীতিপূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের সেবাপ্রাপ্তির ইচ্ছাতেই নিজ প্রার্থণীয় শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়া থাকেন। সে বৈকুণ্ঠলোকের পরিচয়টি ৩।১৫।২৫ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা দেবগণের নিকটে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে যে বৈকুণ্ঠলোকটি নিখিল-দেবারাধ্য শ্রীভগবানের অনুকুলবৃত্তি-অবলম্বনকারী মৃত্যুভয়রহিত ভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন, যে ভক্তগণের চরিত্রলাভের জন্য মুনিগণেরও হৃদয়ে লালসা জন্মিয়া থাকে, যেহেতু তাহারা শ্রীভগবানের মত পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও পরস্পর নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনানুরাগে চোখের জলে ও পুলকরাশিতে বিভূষিত হইয়া থাকেন, এই প্রমাণানুসারে নিষ্কাম ভক্ত প্রীতিপূর্ব্বক নিজ প্রাণবল্লভের সেবার লালসায় পার্ষদদেহপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিবাঞ্ছা করিয়া থাকেন—সেই বিষয় পরিচয় দেওয়া হইল। ১১।২০। শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন ॥ ৮১-৮৪ ॥

অন্তে চ—এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ৮৫ ॥

টীকা চ—অতো মদ্ভজনমেব বুদ্ধের্বিবেকস্য মনীষায়াশ্চাতুর্য্যস্য চ ফলমিত্যাহ, এষেতি। তামেব দর্শয়তি, সত্যমমৃতঞ্চ মা মাম্ অনৃতেনাসত্যেন মর্ত্যেন বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন ইহ অস্মিন্নেব জন্মনি প্রাপ্নোতীতি যৎ সৈব বুদ্ধির্মনীষা চেতি। বুদ্ধি-র্বিবেকঃ, মনীষা চাতুর্য্যমিত্যেষা। হরিশন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ। ব্যাধঃ